Ministry of Health & Family Welfare

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

বাংলাদেশে তামাকের তথ্যচিত্র

তামাক হচ্ছে একটি কৃষিজাত পণ্য, যা নিকোটিয়ানা গণভূক্ত উদ্ভিদের পাতা, শিকড়, ডাল বা তার কোনো অংশ হতে তৈরি হয়। মানুষ বিভিন্ন ভাবে তামাক গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু তামাক স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। বর্তমান বিশ্বে তামাক এক মৃত্যুদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তামাক উৎপাদনকারী তথা ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এর সকল ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে।

পরিবেশ ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর তামাক চাষের প্রভাব

- খাদ্য উৎপাদনের জমিতে তামাক উৎপাদনের কারণে খাদ্য ঘাটতি হচ্ছে।
- জমিতে দীর্ঘদিন তামাক চাষের কারণে জমির উর্বরাশক্তি কমে যাচ্ছে।
- তামাক চাষে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। নদীর দুইধারে তামাক চাষ করায় বর্ষাকালে রাসায়নিক পদার্থ পানিতে মিশে পানি দূষিত হচ্ছে। ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যাচ্ছে।
- এক টন তামাকপাতা প্রক্রিয়াজাত করতে ৫ টন জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন। সেই জন্য প্রচুর গাছ কাটা হচ্ছে।

বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের ব্যাপকতা

১৫ বছরের বেশি বয়স্ক জনগোষ্ঠির মধ্যে [১]-

- ৪৩.৩% (৪ কোটি ১৩ লক্ষ জন) কোন না কোনভাবে তামাক ব্যবহার করছেন।
- ৪৪.৭ % পুরুষ (২কোটি ১২ লক্ষ জন) ও ১.৫% মহিলা (৭ লক্ষ জন) ধূমপান করছেন।
- ২৬.৪% পুরুষ (১কোটি ২৫ লক্ষ জন) ও ২৭.৯% মহিলা (১ কোটি ৩৪ লক্ষ জন) চর্বণযোগ্য তামাক ব্যবহার করছেন।
- ৬৩% (১ কোটি ১৫ লক্ষ জন) কর্মক্ষেত্রে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন।

ধূমপানযোগ্য ও চর্বণযোগ্য তামাকসহ সকল ধরনের তামাকই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

তামাক ব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে বাংলাদেশে প্রতিবছর ৩০ বৎসর এর বেশি বয়স্ক জনগোষ্ঠির মধ্যে ৫৭,০০০ জন মৃত্যুবরণ করেন এবং ৩,৮২,০০০ জন পঙ্গুত্ব বরণ করেন [২]।

ধূমপায়ী না হয়েও,অপরের ধূমপানের ফলে বাতাসে উপস্থিত তামাকের ধোঁয়া গ্রহণ করে (পরোক্ষ ধূমপান-Second Hand Smoking) অনেককে এর কুফল ভোগ করতে হয়।

তামাক ব্যবহারের কিছু ফল .....

[1] World Health Organization. Global Adult Tobacco Survey Bangladesh Report 2009, Dhaka 2009
[2] Zaman MM, Nargis N, Perucic AM, Rahman K (eds). Impact of Tobacco- related Illnesses in Bangladesh. SEARO, Delhi, WHO 2007

তামাকে উপস্থিত মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর উপাদানসমূহের কয়েকটি

- নিকোটিন: তীব্র আসক্তি উৎপন্নকারী রাসায়নিক। কীটনাশক তৈরিতে এই বিষ ব্যবহৃত হয়।
- কার্বন মনোক্সাইড: ক্ষতিকর এ গ্যাসটি গাড়ি থেকে নির্গত জ্বালানী পোড়া ধোঁয়ায় পাওয়া যায়।
- হাইড্রোজেন সায়ানাইড: মৃত্যুদন্ড প্রদানের জন্য গ্যাস চেম্বারে এ বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহৃত হয়।
- বেনজোপাইরিন: প্রাণীদেহে ক্যান্সার উৎপন্নকারী রাসায়নিক। আলকাতরায় ও এ রাসায়নিক পাওয়া যায়।
- ফরমালডিহাইড: গবেষণাগারে মৃতদেহ সংরক্ষণে এ রাসায়নিকটি ব্যবহৃত হয়।
- এমোনিয়া: নোংরা প্রস্রাবখানায় এ রাসায়নিকটির ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়।
- পোলোনিয়াম ২১০: ক্যান্সার উৎপন্নকারী তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

স্বাস্থ্যের উপর তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহের কয়েকটি

- হৃদরোগ / হার্ট এ্যাটাক; মস্তিষ্কে ষ্ট্রোক / পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস)
- ফুসফুসের ক্যান্সার, ফুসফুসের যক্ষা, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট (COPD)/ হাঁপানি
- মুখের / স্বরযন্ত্রের / শ্বাসনালীর/ খ্যাদ্যনালীর ক্যান্সার; বিবর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত, ক্ষতিগ্রস্থ মাড়ি
- সময়ের আগে জন্ম নেয়া / কম ওজন সম্পন্ন শিশু; গর্ভস্থ্য সন্তানের মৃত্যু

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তামাকের প্রভাব

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত করের প্রায় ১১ শতাংশ তামাকখাত থেকে আহরিত হয়। ২০১০ - ১১ অর্থবছরে সিগারেট খাতে ৭,৪৪৭ কোটি টাকা এবং বিড়ি খাতে ২৩৭ কোটি টাকা কর আদায় হয়েছে [৩]।
- প্রতিবছর সিগারেট ক্রয়ে মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) ১% ব্যয় হয় [১]।
- প্রতিবছর বিড়ি ক্রয়ে মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) ০.৪% ব্যয় হয় [১]।
- দেশের ৮০% লোক তামাকের উপর কর বৃদ্ধি সমর্থন করেন [১]।
- দেশে সিগারেটের চাহিদার প্রাক্কলিত মূল্য স্থিতিস্থাপকতা -০.৬৬ এবং বিড়ির চাহিদার প্রাক্কলিত মূল্য স্থিতিস্থাপকতা -০.২২। অর্থৎ দাম দ্বিগুন বৃদ্ধি পেলে সিগারেটের ব্যবহার ৬৬% এবং বিড়ির ব্যবহার ২২% কমে যাবে। সুতরাং কর বৃদ্ধির মাধ্যমে দাম বৃদ্ধি পেলে তামাকজাত পণ্যের চাহিদা কমবে কিন্তু রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে [৪]।

তামাক বর্জন করুন, সুস্থ থাকুন।

পৃথিবীর অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন পাশ হয়। ২৬ মার্চ, ২০০৫ হতে এই আইন কার্যকর হয়। আইনের কয়েকটি বিশেষ দিক [৫] –

■ **পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ।**

বিধান লংঘন করলে অনধিক ৫০ টাকা অর্থদন্ড হবে।

পাবলিক প্লেস অর্থ:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্রবন্দর ভবন, নৌবন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, ফেরি, প্রেক্ষাগৃহ, আচ্ছাদিত প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপনী ভবন, পাবলিক টয়লেট, শিশু পার্ক এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান।

পাবলিক পরিবহন অর্থ:

মোটর গাড়ী, বাস, রেলগাড়ী, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোন যান।

■ **তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ। তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান, কোন টুর্নামেন্ট আয়োজন বা বিনামূল্যে নমুনা প্রদান নিষিদ্ধ।**

■ **উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে বড়মাপের (মোট জায়গার অন্যূন ৩০% পরিমান) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী মুদ্রণ করবে।**

কোন ব্যক্তি এ সকল বিধান লংঘন করলে অনূর্ধ্ব ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন। ব্যক্তি অর্থে কোম্পানী, সমিতি বা সংস্থা অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

[3] জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ সরকার, ২০১১

[4] Nargis N, Ruthbah UH, Hussain AKMG, Ashiquzzaman SM, Fong GT, Huq I. Pricing & taxing of tobacco products in Bangladesh: Findings from the wave 1 (2009) and wave 2 (2010) surveys. ITC Project Working Paper Series. University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada. May 2011

[5] ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫,বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত সংখ্যা), ১৫ মার্চ ২০০৫

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,
আনসারী ভবন (৫ম তালা), ১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা ১০০০: নভেম্বর ২০১১
http://ntcc.gov.bd/